



205907 - যবে নারী দুইজন শশিকুবে দুধ পান করান এবং রযো রাখলে সন্তানদরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা করনে

প্রশ্ন

আমার জমজ বাচ্চা আছে। তাদরে বয়স পাঁচ মাস। আমার বুকরে দুধ কম হওয়ায় শুধু বুকরে দুধে তাদরে খাদ্য হয় না। পাশাপাশি তারা কৃত্রিম দুধও খায়। কনিতু আমি আশংকা করছি, রযো রাখলে আমার দুধ আরও কমে যাবে। এতে করে আমি তাদরেকে দুধ খাওয়াতে পারব না। ফলে এ অল্প বয়সই তারা বুকরে দুধ খাওয়া ছড়ে দবি। এমতাবস্থায়, আমার জন্যে রযো ভাঙগা কঁ জায়যে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

এক:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি বলেন: “নশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফরিরে উপর থেকে অর্ধকে নামায শথিলি করছেনে। এবং মুসাফরি, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রযো) বা সয়াম শথিলি করছেনে।” [সুনানে আবু দাউদ (২৪০৮), সুনানে তরিমযি (৭১৫), সুনানে নাসাঈ (২২৭৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৬৭), আলবানি ‘সহহি আবু দাউদ’ গ্রন্থে ‘হাসান সহহি’ বলছেনে]

যদও বাহ্যতঃ এই হাদসিটতে ‘গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী’-র ক্ষতেরে কোন শর্তারোপ করা হয়নি, কনিতু হাদসিটির অর্থ শর্তযুক্ত। শর্তটি হচ্ছ- যদি তারা নজিদে জীবন কথিবা সন্তানরে জীবনরে ব্যাপারে আশংকাবোধ করে।

সন্দি কর্তৃক রচতি সুনানে ইবনে মাজাহ-এর হাশিয়াতে (১/৫১২) এসছে: গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী: অর্থাৎ তারা উভয়ে যদি গর্ভস্থতি সন্তান কথিবা দুগ্ধপোষ্য সন্তানরে ব্যাপারে আশংকা করনে কথিবা তাদরে নজিদে জীবনরে ব্যাপারে আশংকা করনে। [সমাপ্ত]

আল-জাসাস তাঁর ‘আহকামুল কুরআন’ গ্রন্থে (১/২৪৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: ‘নশ্চয় আল্লাহ



তাআলা মুসাফরিরে উপর থেকে অর্ধকে নামায শখিলি করছেন। এবং মুসাফরি, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সয়াম শখিলি করছেন’ উল্লেখ করার পর বলেন: “এটা জ্ঞাত যবে, তাদরে জন্য (অর্থাৎ গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী) এ শখিলিয়ান তাদরে জীবনরে উপর আশংকা কথিবা তাদরে সন্তানরে জীবনরে উপর আশংকার ক্ষতেরে প্রযোজ্য।”। তিনি অন্তত (১/২৫২) বলেন: “গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর ক্ষতেরে; হয়তো রোযা তাদরে নজিদে স্বেস্বাস্থ্যহানি করবে কথিবা তাদরে সন্তানরে স্বেস্বাস্থ্যহানি করবে। যটোই হোক না কনে তাদরে উভয়রে জন্য রোযা না-থাকা উত্তম। রোযা রাখা তাদরে জন্য নষিদিধ। আর যদি তাদরে স্বেস্বাস্থ্যহানি না করে কথিবা তাদরে সন্তানরে স্বেস্বাস্থ্যহানি না করে তাহলে তাদরে উপর রোযা রাখা ফরয। রোযা না-রাখা নাজায়যে।”[সমাপ্ত]

আলমেগণ তাদরে ভাষ্যগুলোতে এ শর্তটি উল্লেখ করছেন। বরং এ শর্তরে উপর আলমেগণরে ঐক্যমত বর্ণিত হয়েছে; যমেনটি ইতিপূর্বে 66438 নং প্রশ্নতোতরে আমরা বসিতারতি বর্ণনা করছি।

এ আলোচনার প্রক্ষেপিতে বলব:

যদি রোযা রাখার কারণে আপনি আপনার সন্তানরে স্বেস্বাস্থ্যহানি আশংকা করনে, যমেন- দুধ শুকিয়ে যাওয়া কথিবা দুধ এমন কমবে যাওয়া যাতবে তাদরে ক্ষতি হবে সক্ষেতেরে আপনি রোযা না-রাখতে কোন অসুবিধা নাই। অনুরূপভাবে, আপনি যদি নিজরে ব্যাপারে আশংকাবোধ করনে যবে, আপনি যদি রোযা রাখতে দুধ খাওয়ান সক্ষেতেরে আপনার এমন কষ্ট হবে যা এমন ক্ষতেরে সম্ভাব্য কষ্টরে অধিক কথিবা আপনার স্বেস্বাস্থ্যহানি আশংকা করনে তাহলেও আপনার রোযা না-রাখতে কোন অসুবিধা নাই।

আর যদি আপনার প্রবল ধারণা হয় যবে, রোযা রাখার কারণে দুধে যবে ঘটতি হবে সটো বাচ্চাদবয়রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুধ পানরে উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফলেবে না সক্ষেতেরে রোযা না-রাখা বধৈ হবে না। বিশেষতঃ এ সামান্য ঘটতি যদি ক্তরমি দুধরে মাধ্যমে পূরণ করা যায়।

ইমাম শাফয়োরি-র ‘আল-উম্ম’ কতিাবে (২/১১৩) এসছে: “গর্ভবতী নারী যদি নিজ সন্তানরে জীবনরে উপর আশংকা করনে তাহলে রোযা থাকবনে না। অনুরূপ বধিন স্তন্যদায়ী নারীর ক্ষতেরেও; যদি রোযা তার দুধরে উপর ব্যাপক ক্ষতি করবে। আর যদি ক্ষতি সীমতি হয় তাহলে রোযা ছাড়বনে না। রোযা সাধারণত রোগ বৃদ্ধি করবে; কন্তু এটা সীমতি বৃদ্ধি। রোযা দুধে ঘটতি করবে; কন্তু সীমতি ঘটতি। আর যদি রোগবৃদ্ধি ও দুধ-ঘটতি ব্যাপকভাবে ঘটবে থাকবে তাহলে তারা উভয়ে রোযা রাখবনে না।”[সমাপ্ত]

দুই:

যদি কোন স্তন্যদায়ী নারী নিজ সন্তানরে উপর আশংকা করে রোযা ভেঙে থাকবে তার উপর কী বর্তাবে এ নিয়ে আলমেগণ মতভেদে করছেন:



‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া আল-কুওয়াইতিয়া’ গ্রন্থে (৩২/৬৯) এসছে:

“যদি তারা উভয়ে তাদের সন্তানকে উপর আশংকা করে রোযা না রাখেন সে ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। শাফয়েি মাযহাবের প্রকাশ্য বক্তব্য, হাম্বলি মাযহাব ও মুজাহিদে মতে, তাদের উভয়কে কাযা পালন করতে হবে এবং প্রত্যেকে দিন একজন মসিকীন খাওয়াতে হবে। যহেতে তারা উভয়ে আল্লাহর নমিনোকৃত বাণীর সাধারণ হুকুমে অধীনে পড়ে: “আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরবর্ত্তে ফদিয়া দয়া তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।” [সূরা বাকারা ২: ১৮৪] ইতপূর্বে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তাফসরি উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা বলেন: এ ধরণের তাফসরি ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীদের মাঝে তাঁদের দুইজনকে সাথে ইখতলিফকারী কটে নই। তাছাড়া যহেতে শারীরিক অক্ষমতার কারণে এ রোযা না-রাখার বিষয়টি ঘটেছে। তাই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির হুকুমে ন্যায় কাফফারা আদায় করা ফরয হবে।

হানাফি মাযহাবের আলমেগণ, আতা বনি আবী রাবাহ, হাসান, দাহ্বাক, নাখায়ি, সাঈদ বনি জুবাইর, যুহরি, রাবআ, আওয়ায়ি, ছাওরি, আবু উবাইদ, আবু ছাওর এবং শাফয়েি আলমেগণের অপর এক মতে: উভয়ের উপর ফদিয়া ফরয হবে না; বরং তাদের ফদিয়া দয়া মুস্তাহাব হবে। দলিল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “নশিচয় আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধকে নামায শথিলি করছেন। এবং মুসাফরি, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সিয়াম শথিলি করছেন।”

আর মালকে মাযহাব ও লাইছ এর মতানুযায়ী (এটি শাফয়েি মাযহাবেরও তৃতীয় একটি মত): গর্ভবতী নারী রোযা ভাঙবনে; পরবর্ত্তীতে কাযা পালন করবনে; তবে তাকে কোন ফদিয়া দিতে হবে না। আর স্তন্যদায়ী নারীও রোযা ভাঙবনে; পরবর্ত্তীতে কাযা পালন করবনে এবং ফদিয়া দবিনে। কেননা স্তন্যদায়ী নারী অন্য কারো মাধ্যমে তার সন্তানকে দুধ পান করাত পারণে; যটো গর্ভবতী নারী পারনে না। তাছাড়া গর্ভস্থতি সন্তান গর্ভবতী নারীর সাথে একীভূত। তাই গর্ভের সন্তানকে জন্ম আশংকা তার কোন একটা অঙ্গে জন্ম আশংকার ন্যায়। তাই গর্ভবতী নারী তার নিজের মধ্যস্থতি একটা কারণে প্রক্েষতি রোযা ভাঙেছেন; এ ক্েষত্রে তিনি অসুস্থ ব্যক্তির মত। আর স্তন্যদায়ী নারী তার থেকে বচ্ছিন্ন একটা কারণে প্রক্েষতি রোযা ভাঙেছেন; এজন্য তার উপর ফদিয়া ফরয হবে।

সলফে সালহেনিদরে কটে কটে যমেন- ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ বনি জুবাইর (রাঃ) এর অভিমত হচ্ছ- তারা উভয়ে রোযা ভাঙবনে এবং মসিকীন খাওয়াবনে। তাদেরকে কাযা রোযা পালন করতে হবে না। [সমাপ্ত]

অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছ- সঠিকি জ্ঞান আল্লাহর কাছ- তাদেরকে শুধু কাযা রোযা পালন করতে হবে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়: যদি গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী শক্তিশালী ও কর্মঠ হওয়া সত্ত্বেও



কোন ওজর ছাড়া রোযা না রাখেন; যদিও রোযা রাখলে তাদের উপর শারীরিক কোন প্রভাব পড়বে না? জবাবে তিনি বলেন: কোন গর্ভবতী বা স্তন্যদায়ী নারীর জন্য ওজর ছাড়া রমযানরে দিনে বেলো রোযা না-রাখা জায়যে হবে না। যদি তারা ওজররে কারণে রোযা না-রাখনে তাহলে কাযা পালন করা তাদের উপর ফরয। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর কটে অসুস্থ থাকলে কথিবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাকারা ২:১৮৫] এ দুই শ্রণীর নারী অসুস্থ শ্রণীর আওতায় পড়ে।

আর যদি তাদের ওজর হয় য়ে, তাদের সন্তানরে উপর আশংকা; সক্ষেত্রে কোন কোন আলমেরে মতানুযায়ী তাদের উপর কাযা ফরয হওয়ার সাথে সাথে প্রতদিনরে বদলে একজন মসিকীনকে দেশীয় খাদ্য যমেন- গম, চাল বা খজুর ইত্যাদি খাদ্য দান করা ফরয হবে। আর কোন কোন আলমেরে মতে, সর্বাবস্থায় তাদের উপর রোযার কাযা পালন ছাড়া আর কিছু ফরয নয়। কেননা খাবার খাওয়ানো ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দললি নহে। মূল অবস্থা হচ্ছ: বান্দা দায়-দায়তিব মুক্ত থাকা; যতক্ষণ না দায়-দায়তিবরে পক্ষে কোন দললি পাওয়া যায়। এটি ইমাম আবু হানফি (রহঃ) এর মাহাব এবং এটি শক্তিশালী অভিমত।”[ফাতাওয়াস সয়াম, পৃষ্ঠা-১৬১]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে আরও জিজ্ঞেসে করা হয় য়ে: যদি কোন গর্ভবতী নারী তার নিজ জীবনরে বা সন্তানরে জীবনরে আশংকা করে রোযা না রাখনে সক্ষেত্রে হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন: এ প্রশ্নরে উত্তর হচ্ছ-

গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১। গর্ভবতী নারী কর্মঠ ও শক্তিশালী হওয়া। (রোযা রাখার দ্বারা) তার কোন কষ্ট না হওয়া এবং তার গর্ভস্থতি সন্তানরে উপর কোন প্রভাব না পড়া। এ নারীর উপর রোযা রাখা ফরয। কেননা রোযা বর্জন করার ক্ষত্রে তার কোন ওজর নহে।

২। গর্ভবতী নারী রোযা রাখতে সক্ষম না হওয়া। গর্ভরে কাঠনিয়রে কারণে কথিবা শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে কথিবা অন্য কোন কারণে। এক্ষত্রে তিনি রোযা রাখবনে না। বিশেষত: যদি তার গর্ভস্থতি সন্তানরে ক্ষতি হয় সক্ষেত্রে রোযা না রাখা তার উপর ফরযও হতে পারে। যদি তিনি রোযা না রাখনে সক্ষেত্রে তার বধিান অন্যসব লোকরে মত যারা কোন ওজররে কারণে রোযা রাখতে পারনে না। তিনি যখন ঐ ওজর থেকে মুক্ত হবনে তখন রোযার কাযা পালন করা তার উপর ফরয। অর্থাৎ প্রসব করার পর ও নফাস থেকে পবতির হওয়ার পর কাযা পালন করা তার উপর ফরয। কনিত্ত, কখনও কখনও এক ওজর শেষে হয়ে অন্য ওজর দেখা দেয়। যমেন- গর্ভধারণ এর ওজর শেষে হওয়ার পর দুগ্ধপান করানোর ওজর। হতে পারে স্তন্যদায়ী নারী পানাহাররে মুখাপেক্ষী হবনে। বিশেষত: গ্রীষ্মরে লম্বা দিনগুলোতে, তীব্র গরমরে সময় স্তন্যদায়ী নারী তার সন্তানকে বুকেরে দুধ খাওয়ানোর স্বার্থে রোযা না থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দতি পারে। এমতাবস্থায় আমরা তাকে বলব: আপনি রোযা রাখবনে না। যখন আপনার ওজর শেষে হবে; তখন আপনার যতগুলো রোযা ভাঙা পড়ছে সবগুলো



রোযা কাযা করবনে।”।[ফাতাওয়াস সয়্যাম, পৃষ্ঠা- ১৬২]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

পক্ষান্তরে, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর ব্যাপারে আনাস বনি মালকি আল-কা'নাবিকর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি তাদের উভয়কে রোযা না রাখার অবকাশ দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি মুসাফিরে বধিনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে করে জানা গলে যে, তারা উভয়ে মুসাফিরের মত রোযা না রেখে কাযা পালন করবনে। আলমেগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পক্ষে রোযা রাখা অসুস্থ ব্যক্তির মত কষ্টকর না হলে বা তাদের সন্তানের ক্ষতি আশংকা না থাকলে তাদের রোযা ভাঙা জায়যে হবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।”

আরও জানতে দেখুন: [50005](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।